# তিলাওয়াতে কোরআন ও মুসলমান

23-May-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

**সুন্নাতে ভরা বয়ান**

**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দিনে একহাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখে নিবে না।

**(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং- ২৫৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

## দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসূল!** নিঃসন্দেহে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা, তার শ্রবণ করা এবং এর উপর আমল করা কল্যাণ ও বরকত এবং আখিরাতের মুক্তির উপায়, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে মুসলমানের নিকট তিলাওয়াত করা, তা বুঝা এবং এর উপর আমল করার জন্য সময় নাই, অনেক লোকের রমযানুল মুবারকে এই সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায় এবং অনেকে তো রমযানেও এর তিলাওয়াত বরং এর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকে। অনুরূপভাবে অনেক লোক রমযানুল মুবারকে "টাইম পাস" করার জন্য নিজের মূল্যবান সময় হোটেল, অহেতুক আড্ডা, পার্কে, নারী পুরুষের মিশ্র বিনোদন কেন্দ্রে অবস্থান করা, খবরের কাগজ পড়া, সিনেমা-নাটক বা মিউজিক্যাল পোগ্রাম দেখা শুনা, দেশীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং মেসেজে মন্তব্য করা এবং শুনা, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় (Social Media) গুনাহে ভরা ব্যবহার করাতে নষ্ট করে দেয়। যদি এরূপ লোকেরা নিজের মূল্যবান সময় এরূপ অহেতুক ব্যস্ততায় নষ্ট করার পরিবর্তে প্রতিদিন কমপক্ষে একপারা তিলাওয়াত করার রুটিন বানিয়ে নেয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে অসংখ্য নেকী আমল নামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন! কোরআনে করীমে হালাল ও হারামের বিধান, শিক্ষণীয় এবং উপদেশ মূলক বাণী, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী ও অবস্থা এবং জান্নাত এবং দোযখের অবস্থার পাশাপাশি জ্ঞানের এমন ভান্ডার বিদ্যমান যা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না। যেমনটি

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন"** এ রয়েছে: কোরআনে মজীদ যদিওবা প্রকাশ্যভাবে ৩০ পারার সমষ্টি কিন্তু এর অন্তনিহীত কোটি কোটি বরং শত কোটি জ্ঞান ও পরিচিতির এমন ভান্ডার যে, যা কখনো শেষ হবার নয়। কোন এক অলীর প্রসিদ্ধ পংতি হলো

جَمِيْعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْاٰنِ لٰكِنْ تَقَاصَرَ عَنْهُ اَفْهَامُ الرِّجَالِ

অর্থাৎ সকল জ্ঞান কোরআনে বিদ্যমান কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তা বুঝতে অক্ষম। কোরআনে মজীদের শুধুমাত্র জ্ঞানের বর্ণনা নয় বরং আসলে কোরআনে মজীদে সমগ্র কায়েনাত এবং সকল জগতের প্রতিটি বস্তুর স্পষ্ট, আলোকিত এবং বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে অর্থাৎ আসমানে এক একটি নক্ষত্র, সমুদ্রের এক একটি ফোঁটা, সবুজ ভূমির এক একটি খড়, মরুভূমির এক একটি কণা, গাছ গাছালির এক একটি পাতা, আরশ ও কুরসির প্রতিটি কোণা, সমগ্র জগতের প্রতিটি কোণা, পূর্বের প্রতিটি ঘটনা, অবস্থার প্রত্যেক অবস্থা, ভবিষ্যতের প্রতিটি দূর্ঘটনা কোরআনে মজীদের খুবই ব্যাপকভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনে মজীদ তো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সেই ভান্ডার, যা কখনো শেষ হতে পারে না বরং কিয়ামত পর্যন্ত ওলামায়ে কিরামগণ এই মহাসমুদ্র থেকে সর্বদা আশ্চার্যজনক বিষয়ক মুক্তা বের করতে থাকবেন এবং হাজারো লাখো কিতাবের স্তুপ তৈরী করতে থাকবে।

**(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন, ৪১৯-৪২০ পৃষ্ঠা)**

তো আসুন! আজকে আমরা এই মহান এবং আজিমুশ্মান কিতাবের তিলাওয়াত কারীদের কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শ্রবণ করবো, যাতে আমাদের মাঝেও রব তায়ালার এই পবিত্র বাণী কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের আগ্রহ বৃদ্ধি হয়ে যায়।

## ফিরিশতারা শুনতে আসতে থাতে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ ইবনে হুযাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একরাতে কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন, হঠাৎ নিকটেই বাঁধা তাঁর ঘোড়া লাফাতে লাগলো। তিনি চুপ হয়ে গেলে ঘোড়াও থেমে গেলো, তিনি আবারও পড়া শুরু করলেন, তখন ঘোড়াও আবারো লাফাতে লাগলো, তিনি চুপ হয়ে গেলেন, এভাবে যখন তিনি পড়তে থাকেন তখন ঘোড়াকে লাফাতে দেখে আবার চুপ হয়ে যেতেন। কেননা তাঁরই শাহজাদা হযরত ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকটেই ঘুমাচ্ছিলেন, তাই তাঁর ভয় ছিলো যে, ঘোড়া যেন বাচ্চাকে কষ্ট না দেয়। সুতরাং যখন তিনি ঘরের আঙিনায় এসে আসমানের দিকে তাকালেন, তখন দেখলেন যে, মেঘের মতো কোন বস্তু যার মধ্যে অনেক আলোকিত প্রদীপ আলো ছড়াচ্ছে। তিনি সকালে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এটা ফিরিশতাদের পবিত্র দল ছিলো, যারা তোমার কিরাতের কারণে আসমান হতে তোমার ঘরের দিকে নেমে এসেছিলো, যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে, তবে ফিরিশতারা পৃথিবীর এতই নিকটবর্তী হয়ে যেত যে, সমস্ত মানুষের সাথে তাদের দীদার হয়ে যেত। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৩৯৮, হাদীস নং- ২১১৬)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

**হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত!** বর্ণনাকৃত ঘঠনাবলী দ্বারা জানা গেলো! যে স্থানে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা হয়, তখন সেখানে রহমতের ফিরিশতা তাশরীফ নিয়ে আসেন, সেই স্থানে **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত বর্ষন হয়, কোরআন তিলাওয়াতের বরকতে আশেপাশে বিদ্যমান সৃষ্টি কুদরতের দৃশ্যাবলীও দেখে থাকে, যেমনটি আমরা শুনলাম যে, একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তিলাওয়াত করতে থাকেন এবং তাঁর ঘোড়া ফিরিশতাদের দৃশ্য দেখতে লাগলো আর সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُও একটি আলোকিত প্রদীপের ন্যায় ফিরিশতাদের অবলোকন করলেন। মনে রাখবেন! কোরআনে করীম **আল্লাহ তায়ালা**র অনেক বড় পবিত্র কালাম, এটি পাঠ করা, পাঠদান করা, শুনা, শুনানো সবই সাওয়াবের কাজ, শুধু এর তিলাওয়াত করা সাওয়াবের কাজ নয় বরং তা যিয়ারত করাও ইবাদত।

হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلنَّظْرُ فِی الْمُصْحَفِ عِبَادَۃٌ অর্থাৎ কোরআনে করীমকে দেখা ইবাদত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৭, হাদীস নং- ৭৮৬০) এই কারণেই **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মাঝে মাঝে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার উৎসাহ প্রদান করেন এবং অনেক হাদীসে করীমায় এর ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি (৩) হাদীস পাক শ্রবণ করি:

## জান্নাতি পোষাক পরিধান করানো হবে

(১) ইরশাদ হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন যখন কোরআন তিলাওয়াতকারী আসবে, তখন কোরআন আরয করবে, হে **আল্লাহ**! একে জান্নাতি পোষাক পরিয়ে দিন। অতএব তাকে সম্মানজনক জান্নাতি পোষাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর কোরআন আরয করবে: হে **আল্লাহ**! তাতে বৃদ্ধি করে দিন, তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। অতঃপর কোরআন আরয করবে: হে **আল্লাহ**! এই ব্যক্তির উপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তখন **আল্লাহ** তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অতঃপর সেই কোরআন তিলাওয়াতকারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে: তুমি কোরআন পড়ে যাও আর জান্নাতের দরজাগুলো অতিক্রম করে যাও। প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে নেয়ামত দান করা হবে।

**(তিরমিযী, কিতাবুল ফযায়িলে কোরআন, ৪/৪১৯, হাদীস নং-২৯২৪)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** কোরআন শ্রবণকারী থেকে দুনিয়ার বিপদ দূর করে দেন এবং কোরআন পাঠকারী থেকে আখিরাতের বিপদ দূর করে দেন। কোরআনে পাকের একটি আয়াত শুনা স্বর্ণের ভান্ডার থেকেও বেশি, এর একটি আয়াত পাঠ করা আরশের নিচে বিদ্যমান জিনিষের চেয়েও উত্তম।

**(মুসনাদুল ফিরদাউস, ৫/২৫৯, হাদীস নং-৮১২২)**

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী পাবে, যা ১০টি নেকীর সমান। আমি এটা বলছি না যে, الٓمٓ একটি হরফ। বরং 'ا' একটি হরফ, 'ل' একটি হরফ এবং 'م' এটি হরফ।"

**(তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলুল কোরআন, ৪/৪১৭, হাদীস নং- ২৯১৯)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসূল!** বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা সমূহ থেকে জানা গেলো! কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং শুনাতে দুনিয়াবী বিপদাপদ, দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়, মুসলমান কষ্ট এবং বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা দুনিয়াবী ধন সম্পদের চেয়ে উত্তম বরং কোরআনে পাকের একটি হরফ পাঠ করাতে ১০টি নেকীর সাওয়াব পাওয়া যায়। এটাও জানতে পারলাম! যে লোক **আল্লাহ তায়ালা**র কালামের তিলাওয়াত করতে থাকে, তাদের অন্তরে প্রশান্তি নসীব হয়ে যায়, এমন সৌভাগ্যবান লোকের উপর **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত অবিরত বর্ষণ হতে থাকে, আখিরাতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, এমনকি তাদের জন্য কোরআনে পাক তিলাওয়াত করার অনুযায়ী জান্নাতে মর্যাদা নির্ধারন করা হবে। সুতরাং আমাদের প্রতিদিন সময় বের করে আনন্দচিত্তে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়া উচিৎ, যাতে আমরাও কোরআনে পাকের বরকত অর্জন করতে পারি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসূল!** আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে আরো একবার রমযান মাসের মাদানী বাহার দেখা নসীব করেছেন। মনে রাখবেন! রমযান মাস **"কোরআনে করীম তাশরীফ আনার মাস"**ও। যদি আমরা এই মুবারক মাসেও কোরআনের তিলাওয়াত করতে না পারি, তবে তা কত বড়ই না বঞ্চনা। এটাই সেই মুবারক মাস, যাতে নফলের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব ৭০গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। এই মুবারক মাসের আগমনের উপকারীতা অর্জন করে আসুন! নিয়্যত করি যে, বিশেষ করে এই পবিত্র মাসে অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করবো। প্রতিদিন একটি সময় নির্ধারন করে নিন, যেমন; একটা থেকে একটা পর্যন্ত এতটুকু কোরআনের তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا কোরআন তিলাওয়াতের একটি সীমা নির্ধারন করে রেখেছিলেন। এই সময় তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কারো সাথে কথাবার্তা বলতেন না।

যদিওবা কোরআন পাঠ করতে নাও জানেন, তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে শিখার চেষ্টা করুন, যদি পড়তে জানেন তবে অপরকে শিখান। মুসলমানের একটি বড় অংশ এমনও রয়েছে যে, যারা শুধু রমযানুল মুবারক মাসেও মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সুতরাং তাদেরকে সুন্দরভাবে নামায এবং কোরআনে করীম শিখানোর ব্যবস্থা করুন, এটা অনেক বড় নেকী, যদি আমাদের সামান্য চেষ্টায় কেউ নামাযী হয়ে যায়, বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পাঠকারী হয়ে যায় তবে **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় আশা করা যায় যে, অনেক বড় সাওয়াবের ভান্ডার হাতে এসে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## তিলাওয়াতের আগ্রহ এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن

**হে আশিকানে আউলিয়া!** বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সারা জীবন **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহের উপর আমল করে অতিবাহিত করেছেন, এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করার পাশাপাশি সুন্নাত এবং মুস্তাহাব সমূহও নিয়মিত আদায় করে থাকে, আগ্রহ ও উদ্দিপনা সহকারে রাতে জেগে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করেন এবং দিনে রোযা রাখেন, এই নেককার লোকেরা শুধু নিজেরা অধিকহারে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন না বরং মুসলমানদেরকেও কোরআনে পাকের শিক্ষা প্রদান করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কয়েকটি ঘটনাবলী শ্রবণ করি, যাতে আমাদেরও মানসিকতা জাগে এবং আমরাও সেই নেককার লোকদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে অধিক পরিমাণে কোরআনে করীমের তিলাওয়াতকারী ও অন্যদেরকে পাঠদান কারী হয়ে যাই।

## ইবাদত ও রিয়াযত দেখে ইসলাম কবুল

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইসলামের প্রাথমিক দিকে নিজের ঘরের উঠানে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন এবং নামায

পড়তেন, লোকেরা তাঁর এই ঈমানোদ্দীপক দৃশ্য দেখে তাঁর আশেপাশে জমা হয়ে যেতেন, তাঁর কোরআনের তিলাওয়াত, ইবাদত ও রিয়াযত এবং খোদাভীতিতে কান্না করা মানুষের মাঝে খুবই প্রভাব বিস্তার করতো, তাঁর এই আমলের কারণে অনেক লোক ইসলাম গ্রহন করেন। (আর রিয়াদুন নাদারা, ১/৯৬)

## সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তিলাওয়াতের ধরন

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (আমিরুল মুমিনিন) হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এক রাতে কোরআন খতম করতেন। হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কয়েক মিনিটেই যবুর খাতম করে নিতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৭০) হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ঘোড়ার উপর আরোহন করার সময় এক পা পাদানিতে রাখতেন এবং কোরআন মজীদ পাঠ করা শুরু করতেন এবং অপর পা অন্য পাদানিতে রেখে ঘোড়ার জিনের উপর বসতে বসতে একবার কোরআন খতম করে নিতেন।

(শাওয়াহিদুন নবুয়ত, ২১২ পৃষ্ঠা)

## আশিকে কোরআনের কি অপরূপ মহিমা

হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দৈনিক এক বার কোরআন শরীফ খতম করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সর্বদা দিনের বেলায় রোযা রাখতেন আর রাতে ইবাদত করতেন। যেই মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন সেই মসজিদে অবশ্যই দুই রাকাত (তাহিয়াতুল মসজিদের) নামায আদায় করতেন। তিনি **আল্লাহ তায়ালার** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: আমি জামে মসজিদের প্রতিটি স্তম্ভের পাশেই পবিত্র কুরআনের খতম দিয়েছি এবং **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কান্নাকাটি করেছি। তিনি নামায ও কোরআন তিলাওয়াত করাকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপর **আল্লাহ তায়ালার** এত বড় দয়া হল যে, যা শুনলে ঈর্ষা চলে আসে। যেমনটি ওফাতের পর দাফন করার সময় হঠাৎ করে একটি ইট কবরের ভিতর চলে যায়। লোকেরা যখন ইটটি নেওয়ার জন্য ঝুকল, তখন এটা দেখে তারা হতবাক হয়ে গেল যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন! তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পরিবারের লোকজনের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করা হল;

তখন তাঁর শাহজাদী সাহেবা বললেন: আমার সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রত্যেহ এভাবে দোয়া করতেন; হে **আল্লাহ**! তুমি যদি কাউকে ওফাতের পর কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য প্রদান করে থাক, তাহলে আমাকেও সেই মর্যাদা দান কর। বর্ণিত রয়েছে; লোকজন যখনই তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাযার শরীফের পাশ দিয়ে গমন করত, তখন নূরানী কবর থেকে কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত।

**(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৬২, ৩৬৬)**

## কোরআন তিলাওয়াত করা নিয়ে প্রতিদন্ধিতা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার রাতের বেলা নিজের বন্ধুকে বললেন: তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছো, যে আজ রাতে দুই রাকাত নামায আদায় করবে এবং এক রাকাতে পরিপূর্ণ কোরআনে পাক তিলাওয়াত করবে। সেখানে উপস্থিত কেউই সাহস করলো না। সায়্যিদুনা শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুই রাকাত নামায শুরু করে দিলেন। প্রথম রাকাতে পুরো কোরআনে করীম এবং আরো ৪ পারা অতিরিক্ত তিলাওয়াত করলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করে নামায পূর্ণ করলেন। **(ফাওয়ায়িদিল ফাওয়ায়িদ, ৬২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে আউলিয়া!** আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দারা কিরূপ আগ্রহ ও ভালবাসা সহকারে দিন রাত রাব্বে করীমের কালাম পাঠ করতে থাকতেন। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমানদের অধিকাংশই কোরআনে পাকের শিক্ষা থেকে অনবহিত, অনেক মূর্খরা তো কোরআনে পাক দেখে দেখে পড়তেও জানে না এবং যারা পড়তে জানে তারাও বছরের পর বছর কোরআনে পাক খুলেও দেখে না, মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু মুসলমানের ঘর তিলাওয়াতের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে। আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, আজ থেকে এই হাদীসে মুবারাকা সমূহের উপর আমল করে সেই নেককার মানুষদের কর্ম পদ্ধতি অনুসরন করে আমরা নিজেরাও কোরআনে পাক পাঠ করবো এবং অপর মানুষদেরকেও কোরআনে পাক পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করবো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** আশিকানে রাসূলের সেই মসজিদ ভরো কার্যক্রম, যার মাদানী উদ্দেশ্যে ফয়যানে কোরআনকে প্রসার করারও উৎসাহ বিদ্যমান। সেই মাদানী উদ্দেশ্য কি? আমরাও বলি: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

এই মাদানী উদ্দেশ্যে নিজের সংশোধনের পাশাপাশি সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার বার্তাও দেয়া হয়, মানুষের সংশোধনে কোরআনের শিক্ষার একটি মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে, মুসলমান এবং কোরআনে করীম এক সুত্রে গাঁথা, কোরআনে করীমের নির্দেশনা ছাড়া কেউ লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছাবে? কোরআনে করীমের শিক্ষাকে ভূলে সফলতার আশা কিভাবে করবে? কোরআনে করীম হলো হিদায়তের মূল কেন্দ্র।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিভিন্ন ভাবে কোরআনে শিক্ষাকে প্রসার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কোরআনে করীমের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য একটি পদ্ধতি এটাও যে, বিভিন্ন স্থান এবং মসজিদে সাধারনত ইশার নামাযের পর হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধিকাংশ ঘরে প্রায় প্রতিদিন প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনারও ব্যবস্থা রয়েছে।

## প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক (অর্থাৎ বড়) ইসলামী ভাইদের বিভিন্ন স্থানে (যেমন; মসজিদ, অফিস, মার্কেট, দোকান ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন সময়ে ফি সবিলিল্লাহ কোরআনে করীমের নাজেরা পড়ানোর পাশাপাশি নামাযের মৌলিক মাসআলা সমূহ শিখানো হয়, সুন্নাত ও আদব শিখানো হয়। দেশ ও বিদেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা চব্বিশ হাজার পাঁচশত (২৪৫০০) এরও বেশি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার (১৪৫০০০)।

## প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা

যেমনিভাবে বড় ইসলামী ভাইদের কোরআনে করীমের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তেমনিভাবে বড় ইসলামী বোনদের মাঝেও কোরআনের শিক্ষাকে প্রসার করার চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় শিক্ষার্থীনির সংখ্যা প্রায় ৬৩ হাজারের চেয়েও বেশি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কোরআনে করীম সেই মহান মুবারক কিতাব, যাতে **আল্লাহ তায়ালা** অনেক বিধানাবলী ইরশাদ করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি বিধান এমন যে, যার উপর মুসলমানকে আমল করার, যেমন; নামায পড়া, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা, সামর্থ হওয়া অবস্থায় হজ্ব করা, পিতামাতার হক আদায় করা এবং তাঁদের সাথে সদাচরণ করা, মহিলাদেরকে শরয়ী পর্দা করা, মুসলমানকে সালাম করা, তাদের সাথে নম্রতা অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর চুরি করা, অপকর্ম করা, সুদ খাওয়া, মদ পান করা, মিথ্যা বলা, অবৈধ লেনদেন করা, বিনা কারণে কারো প্রতি রাগ করা, কাউকে মন্দ উপাধীতে আখ্যায়িত করা ইত্যাদি আরো অনেক মন্দ কাজ থেকে বাঁচার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোটকথা এই পবিত্র কিতাবে অর্থাৎ কোরআনে করীমে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা বিদ্যমান, যাতে আমল করার বরকতে মুসলমানের শুধু উপকার হয় না বরং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আখিরাতেও এর অসংখ্য সাওয়াব অর্জিত হবে। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা এই সকল বিধানাবলীর প্রতি আনন্দচিত্তে নিয়মিত আমল করা, যাতে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায়।

৮ম পারার সূরা আনআমের ১৫৫ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۵۵﴾

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৫৫)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এ বরকতময় কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং সেটার অনুসরন করো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো যেনো তোমার উপর দয়া হয়।

## উম্মতের উপর কোরআনে করীমের হক

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে **"তাফসীরে সিরাতুল জিনান"** ৩য় খন্ডের ২৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো! উম্মতের উপর কোরআনে মজীদের একটি হক এটাও রয়েছে যে, তারা যেনো এই পবিত্র কিতাবের অনুসরন করে এবং এর আহকামের বিরোধীতা করা থেকে বেঁচে থাকে। আফসোস! বর্তমানে কোরআনে করীমর প্রতি আমল (করার) বিষয়ে মুসলমানের অবস্থা খুবই খারাপ, আজ মুসলমানরা এই কিতাব প্রতিদিন তিলাওয়াত করার পরিবর্তে তা ঘরে জুযদান ও গিলাফের সৌন্দর্য বানিয়ে এবং দোকানে ব্যবসার বরকতের জন্য সাজিয়ে রেখেছে আর তিলাওয়াত কারীও বিশুদ্ধভাবে এর তিলাওয়াত করে না আর বুঝারও চেষ্টা করে না যে, **আল্লাহ তায়ালা** এই কিতাবে তাদের জন্য কি ইরশাদ করেছেন। ইতিহাস স্বাক্ষী, যতদিন পর্যন্ত মুসলমান এই পবিত্র কিতাবকে অনেক বেশি আপন ভেবেছে, এর বিধান এবং আইনের প্রতি কঠোরভাবে আমল করেছে ততদিন দুনিয়া জুড়ে তাদের শান ও শওকতের সাড়া পরেছিলো এবং অন্যান্যদের মন মুসলমানদের নাম শুনে কাঁপতে থাকে এবং যখন থেকে মুসলমানরা কোরআনে করীমের বিধানের প্রতি আমল করা ছেড়ে দেয় তখন থেকেই তারা সারা দুনিয়ায় অপমান ও অপদস্ত হতে থাকে আর অন্যদের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। (সীরাতুল জিনান, ৩/২৪৭)

## কোরআনের আহকামের প্রতি আমলের উৎসাহ

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার** কিতাবের উদ্দেশ্য এবং এর চাওয়া অনুযায়ী আমল করতে হবে, এমন নয় যে, শুধু মুখে উৎসাহ দেয়া, এর পাশাপাশি এর তিলাওয়াতও করুন। এর উদাহরণ এরূপ যে, যখন কোন বাদশাহ তার সম্রাজ্যের কোন শাসকের কিট কোন চিঠি প্রেরণ করে এবং এতে আদেশ দেয়া হয় যে, অমুক অমুক শহরে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেয়া হোক এবং যখন সেই চিঠি সেই শাসকের নিকট পৌঁছে তখন সে এতে দেয়া আদেশ অনুযায়ী প্রাসাদ নির্মাণ না করে, তবে এই চিঠিটি প্রতিদিন পাট করতেথাকে, তবে যখন বাদশাহ সেখানে আসবে এবং প্রাসাদ পাবে না তখন স্বভঃবতই সেই শাসক শাস্তির অধিকারী হয়ে যাবে, কেননা সে বাদশার আদেশ পাঠ

করার পরও এর উপর আমল করেনি তেমনি কোরআনও এই চিঠির ন্যায়, যাতে **আল্লাহ তায়ালা** তার বান্দাদের আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেনো দ্বীনের আরাকান যেমন নামায এবং রোযা ইত্যাদি আদায় করে। বান্দা শুধুমাত্র কোরআনে করীম তিলাওয়াত করতে রয়েছে এবং **আল্লাহ তায়ালার** আদেশের উপর আমল না করে তবে তাদের শুধুমাত্র কোরআনে করীম তিলাওয়াত করতে থাকা মূলত উপকারী নয়।

**(রুহুল বয়ান, সূরা বাকারা, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৫৫)**

## ১২টি মাদানী কাজের একটি হলো "সাদায়ে মদীনা"

**হে আশিকানে রাসূল!** জানা গেলো! কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর উপর আমল করাও অনেক প্রয়োজন, তবে যদি মুসলমানরা কোরআনের তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর উপর আমলকারী হয়ে যায়, তবে নিঃসন্দেহে এর অসংখ্য বরকতও নসীব হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানকে যেমনিভাবে কোরআন তিলাওয়াতের প্রেমিক বানায়, তেমনিভাবে এই মাদানী পরিবেশের বরকতে কোরআনী বিধানাবলীর উপর আমলের প্রেরণাও নসীব হয়। আসুন! আপনারাও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন করে আপনার এলাকায় সাড়া জাগিয়ে দিন। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হলো **"সাদায়ে মদীনা"** লাগানো। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে **"সাদায়ে মদীনা"** লাগানো বলা হয়। ✲ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাদায়ে মদীনার বরকতে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে। ✲ সাদায়ে মদীনার বরকতে নামাযের নিরাপত্তা নসীব হয়। ✲ সাদায়ে মদীনার বরকতে মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত ফজরের নামায আদায় হতে পারে। ✲ সাদায়ে মদীনার বরকতে নেকীর দাওয়াত প্রদানের সাওয়াবও অর্জন করা যায়। ✲ সাদায়ে মদীনার বরকেত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুনাম ও প্রচার (Propagation) হয়। ✲ সাদায়ে মদীনা প্রদানকারী বারবার মুসলমানকে হজ্ব এবং প্রিয় মদীনা দেখার

দেখার দোয়া দিয়ে থাকে, **আল্লাহ তায়ালা** চাইলে তবে এই দোয়া তার জন্যও কবুল হবে। ✻ সাদায়ে মদীনায় পায়ে হাঁটার বরকতে স্বাস্থও ভাল হয়। ✻ সাদায়ে মদীনা লাগায়ে মুসলমানদেরকে ফজরের নাযের জন্য জাগানো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে হায়দারী ও সুন্নাতে ফারুকী। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ফজরের জন্য মানুষদের জাগাতে জাগাতে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

**(তাবকাতুল কুবরা, যিকরি ইস্তিখলাফে ওমর, ৩/২৬৩)**

১২টি মাদানী কাজ থেকে প্রতিদিনের এই মাদানী কাজ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনার **"সাদায়ে মদীনা"** রিসালা অধ্যয়ন করুন। সকল ইসলামী ভাই অবশ্যই এই রিসালাটি অধ্যয়ন করুন। এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনায় পাওয়ার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন।

এই রিসালা অধ্যয়নের বরকতে আপনারা জানতে পারবেন: ✻ সাদায়ে মদীনা কি? ✻ সাদায়ে মদীনার উপকারীতা। ✻ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচিতি। ✻ সাদায়ে মদীনার দ্বীনি উপকারীতা। ✻ সাদায়ে মদীনার কয়েকটি মাদানী ফুল। ✻ গলিতে সাদায়ে মদীনা দেয়ার পদ্ধতি। ✻ রমযানুল মুবারকে সাদায়ে সেহেরী সম্বলিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পংতিমালা। ✻সাদায়ে মদীনার মাদানী বাহার। ✻ সাদায়ে মদীনার কয়েকটি নির্বাচিত মাদানী ফুল এবং এছাড়াও অনেক অমূল্য মাদানী ফুল তার সুবাশ ছড়িয়ে রয়েছে। আসুন উৎসাহ গ্রহনার্থে সাদায়ে মদীনার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

## সাদায়ে মদীনা দেখাও মদীনা

ঠেঙ্গ মোড় (কচুর, পাঞ্জাব) এর এলাকা ইলাহাবাদর স্থানিয় এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু মাদানী কাজের প্রতি অলসতার শিকার ছিলো। ঘঠনাক্রমে মুহাররামুল হারাম ১৪৩১ হিজরী জানুয়ারী ২০১০ ইংরেজীতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ডিভিশন মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো, যখন তিনি তার মাদানী কাজে অনাগ্রহের

কথা জানতে পারলো তখন ইনফিরাদী কৌশিশ করে শুধু মাদানী কাজের মানসিকতা নয় বরং নিয়মিত সাদায়ে মদীনা দেয়ার উৎসাহও দিলো (মুসলমানদের কল্যাণ কামণা করে তাদের ফযরের নামাযের জন্য জাগানোকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে "সাদায়ে মদীনা" বলে) এবং এপ্রসঙ্গে তিনি তাকে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী **"সাদায়ে মদীনা দেখাও মদীনা"**ও শুনালেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো এবং মদীনায় উপস্থিত হওয়ার বাসনায় পরের দিন থেকেই সে এতে আমল করা শুরু করে দিলো। সাদায়ে মদীনা লাগানো শুরু করতেই তার উপর **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া হয়ে গেলো। সৌভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকালো যে, সেই বছরই তার দরবারে **মুস্তফা**য় উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। আরো দয়া হলো যে, সাদায়ে মদীনার বরকতে তার বড় ভাইয়েরও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## কোরআন তিলাওয়াতের আদেশ এবং কোরআনে মজীদের দাবী

**হে আশিকানে রাসূল!** যেমনিভাবে আমাদেরকে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য হাদীসে মুবারাকায় অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনিভাবে আমাদেরকে এর বিধানাবলীর উপর আমল করারও আদেশ দেয়া হয়েছে, যারা কোরআনে করীমে বর্ণিত বিধানাবলীর প্রতি আমল করে না, তাদের জন্য আযাবের কঠিন সতর্কতাও এসেছে। আমাদের উচিৎ যে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার পাশাপাশি কানযুল ঈমানের অনুবাদ এবং এর পাশপাশি তাফসীরে সিরাতুল জিনান/ খাযায়িনুল ইরফান অথবা নূরুল ইরফানও অধ্যয়ন করা, কেননা কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা বুঝা উচ্চ মর্যাদার ইবাদত।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: একটি আয়াত বুঝে এবং চিন্তা-ভাবনা করে পাঠ করা, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোরআন পাঠ করার চেয়ে উত্তম। **(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুত তাকফির, ৫/১৭০)**

## কোরআনের উপর আমল না করার শাস্তি

বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن থেকে বর্ণিত: অনেক সময় বান্দা একটি সূরা শুরু করে তবে তা সম্পূর্ণ শেষ করা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে, কখনো বান্দা একটি সূরা শুরু করে তখন তা সম্পূর্ণ শেষ করা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে। আরয করা হলো: এটা কেমন? বললেন: যখন সে এর হাললকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানবে তখন ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করে অন্যথায় অভিশাপ প্রেরণ করে।

**(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল আদাবি তিলাওয়াতিল কোরআন, ১/৩৬৫)**

## কোরআনের প্রতি আমল করে না এমন ব্যক্তি

**রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন কোরআনকে একজন ব্যক্তির আকৃতি প্রদান করা হবে, অতঃপর তাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাওয়া হবে, যে কোরআনের আলিম হওয়া স্বত্বেও এর আদেশের বিরোধীতা করতো, কোরআন তার বিরোধীতা করতে গিয়ে বলবে: হে আমার দয়ালু রব! সে আমার জ্ঞঅন অর্জন করেছে কিন্তু সে খুবই খারাপ আলিম, সে আমার বিধানের বিরোধীতা করেছে, আমার ফরয সমূহ ধ্বংস করেছে, আমার বিরোধীতায় লেগে ছিলো এবং আমার আনুগত্য করা ছেড়ে দিয়েছে। কোরআন তার প্রতি দলীল সহকারে অভিযোগ করতে থাকবে, এমনকি বলা হবে: তার সম্পর্কে তোমার ব্যাপার তোমাকে সমর্পন করা হলো। কোরআনে করীম তার হাত ধরে নিয়ে যাবে, এমনটি দোযখের একটি খাঁড়িতে উপুড় করে নিক্ষেপ করে দিবে।

**(মুসান্নিফ ইবনে আবী শেয়বা, ৭/১৬৯, হাদীস নং- ১)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কেঁপে উঠুন! যে লোকরা কোরআনে করীমের বিধানের বিরোধতিা করে, কোরআনে পাক কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এমন লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, যে লোকেরা কোরআনের হালাল ও হারামের প্রতি আমল করে না, তারা ফিরিশতাদের অভিশাপের অধিকারী হয়ে যায়। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে কোরআনে করীমের বিধানের উপর আমল করার তৌফিক দান করো, আমাদেরকে কবর ও হাশরের আযাব থেকে নিরাপদ রাখো, দ্বীন ও দুনিয়ায় নিরাপত্তা এবং অনুগ্রহ সমৃদ্ধ অবস্থায় রাখো, কোরআনে করীমকে

আমাদের জন্য মুক্তির মাধ্যম বানাও এবং এর বরকতে আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি দান করো। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসূল!** কোরআনে পাক উত্তম ভাবে বুঝা, এর বিধানাবলী সম্পর্কে জানার জন্য তাফসীর **"সীরাতুল জিনান"** থেকে প্রতিদিন অনুবাদ ও তাফসীর শুনা বা শুনানো অথবা ব্যক্তিগতভাবে পড়ার অভ্যাস গড়ুন এবং সাওয়াবের ভান্ডার গড়ে তুলুন। আসুন! তাফসীর **"সীরাতুল জিনান"** এর কয়েকটি বিশেষত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি।

## "তাফসীরে সীরাতুল জিনান" এর পরিচিতি

(১) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের দু'টি অনুবাদ দেয়া হয়েছে, একটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কানযুল ঈমান থেকে, অপরটি সহজ উর্দূতে কানযুল ইরফান রূপে বিদ্যমান। (২) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে বিশ্বস্ত ওলামায়ে কিরামের পুরাতন ও নতুন কোরআনী তাফসীর এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের উপর লিখিত কিতাব সমূহ, বিশেষ করে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত অসংখ্য কিতাব থেকে বাণী নির্বাচন করে সহজভাবে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। (৩) তাফসীরে সীরাতুল জিনান অনেক বেশি ব্যাখ্যাও নয় আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও নয় বরং মাঝারি। (৪) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে সহজ ভাব অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে সাধারণ ইসলামী ভাইও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। (৫) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে আমলের সংশোধনের জন্য সামাজিক মন্দ কাজগুলোর আলোচনা এবং সামাজিক মন্দ কাজগুলোর আযাবসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। (৬) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে বাতেনী রোগ সমূহ সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। (৭) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, এতিম, প্রতিবেশি ইত্যাদিদের সাথে সদাচরন করার এবং সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কেও সংশোধন মূলক বর্ণনা বিদ্যমান। (৮) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে আহলে সুন্নাতের আকীদা এবং আহলে সুন্নাতের কর্মপদ্ধতির দলীল সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আপনারাও নিয়্যত করে নিন যে,

প্রতিদিন কমপক্ষে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে **"সীরাতুল জিনান"** অধ্যয়ন করবো এবং কোরআনে পাকের শিক্ষার উপর শুধু নিজে আমল করবো না বরং অপর ইসলামী ভাইদেরও উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## সময় নিরূপণ (তাওকীত) মজলিশ

**হে আশিকানে রমযান!** রমযানুল মুবারকরে মুবারক মুহূর্ত বিরাজমান এবং মুসলমান এই মুবারক মাসে ফরয রোযা রাখে, নামায পড়ে। নিঃসন্দেহে এই দু'টি আমলের একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে, যা জানার জন্য একটি বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে থাকে, এই জ্ঞানের নাম হলো **"তাওকীত"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করা এবং সুন্নাতের সাড়া জাগাতে প্রায় ১০৭টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে। এরই মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"সময় নিরূপণ (তাওকীত) মজলিশ"**। তাওকীত অর্থ হচ্ছে, সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে দুনিয়ার যেকোন স্থানের পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত (সেহেরী ও ইফতারের সময়), অর্ধ দিবস (দ্বী-প্রহর) এবং নামাযের শুরুর সময় আর শেষের সময় ইত্যাদি সময়সমূহ জানা যায়, তাছাড়া সঠিক কিবলা নির্ধারণ করা যায়। আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর এক চিঠিতে এই জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন: আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"আয যাওয়াজির"** এ এই জ্ঞানকে ফরযে কিফায়া লিখেছেন। (মাকাতিবে মুলকীল ওলামা কলমী, পৃষ্ঠা-৮) নামাযের শুদ্ধতার বিষয় হোক বা রোযার যথার্থতা, এর আহকাম ইলমে তাওকীত এর উপরই নির্ভর করে। নামায ও রোযার সময় জানার প্রয়োজন হোক বা সঠিক কিবলা নির্ধারণ, এই জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়, যদিওবা মসজিদ দেখে কিবলা সম্পর্কে জানা যায় কিন্তু কিবলার দিকে মসজিদ বানানোর জন্য তো এই বিদ্যা জানা আবশ্যক। সুতরাং এই জ্ঞানের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপলব্দিতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার কাজই ইলমে তাওকীত এর মাধ্যমে

বিভিন্ন স্থানের নামায ও রোযার সঠিক সময় সীমার মানচিত্র তৈরী করার পাশাপাশি এই জ্ঞানকে প্রসার করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! সময় নিরূপণ (তাওকীত) মজলিশ এই পর্যন্ত না শুধু ইলমে তাওকীতের মূলনীতি অনুযায়ী অসংখ্য শহরের নামাযের সময়সূচীর মানচিত্র তৈরী করেছে, বরং এরই ধারাবাহিকতায় আরো এক কদম অগ্রগামি হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আই টি মজলিশ এর সহযোগীতায় এমন এক সফটওয়ার **"আওকাতুস সালাত"** নামে প্রকাশ করেছে, যা কম্পিউটার এবং মোবাইল ইত্যাদিতে নামাযের সঠিক সময় জানার জন্য খুবই উপকারী। সুতরাং কম্পিউটার সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রায় ২৭ লক্ষ স্থানের আর মোবাইল এ্যাপলিক্যশনের (Mobile Application) মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার স্থানের নামাযের সঠিক সময় এবং কিবলার দিকনির্দেশনা জানা যাবে। সময়সূচী সম্পর্কীত যেকোন সমস্যা বা পরামর্শ থাকলে তবে এই মজলিশের সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারের সাথে ফোনে বা এই ই-মেইল এ্যডরেচ (prayer@dawateislami.net) এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## তিলাওয়াত করার মাদানী ফুল

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! তিলাওয়াত করার কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি মাদানী ফুল অবলোকন করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: কোরআর পড়ো, কেননা তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য শাফায়াতকারী হয়ে আসবে। (মুসলিম, কিতাবুস সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কসরুহা, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৭৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হচ্ছে কোরআন তিলাওয়াত। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ২/৩৫৪, হাদীস নং-২০২২) ✲ কোরআনে পাক সুন্দর কণ্ঠে এবং ধীরে ধীরে পাঠ করা সুন্নাত। (ইহইয়ায়ে উলুম, ১/৮৪৩) ✲ মুস্তাহাব হচ্ছে যে, অযু সহকারে কিবলামূখী হয়ে ভাল কাপড় পরিধান করে তিলাওয়াত করা। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫০, ৩য় অংশ)

তিলাওয়াত করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)